Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

নারী এবং সংখ্যালঘুদের ভূমির অধিকার ও নিরাপত্তা

'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ' বৈশ্বিকভাবে গৃহীত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-এর জুনে নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষন এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা-২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায়, এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টাকে জোরদার করার লক্ষ্যে, এবং উন্নয়নের সুফল যাতে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌছায়, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১২০টির অধিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কোভিড অতিমারির দূর্যোগপূর্ণ সময়কালে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম সক্রিয়ভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সংলাপ সম্পর্কে

দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিনিয়ত ভূমি-বঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। তিনফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ না করার সরকারি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও শিল্পখাতকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধরনের কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবাসন প্রকল্প, শিল্প কারখানা ইত্যাদির জন্য জমি ক্রয়ের সাথে সাথে জোরপূর্বক দখলের কারণেও প্রতিনিয়ত নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে দেশের প্রান্তিক নারী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। প্রত্যক্ষ অংশীজনদের সংশ্লিষ্ট করে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) এর পক্ষ থেকে ৩০ মে, ২০২১ 'নারী এবং সংখ্যালঘুদের ভূমির অধিকার ও নিরাপত্তা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপ আয়োজন করা হয়।

সূচনা বক্তব্য

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ সংলাপে অংশগ্রহণকারী সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। শুরুতে তিনি আলোচনার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, বরাবরের মতো এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে সমাজের অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে এই সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে আছেন প্রান্তিক নারী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তারা কীভাবে ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং নিরাপত্তাহীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন, সেসব বিষয়ে আলোচনা করে সুপারিশমালা প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে এই আয়োজন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, সঞ্চালক ও সভাপতি সহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি পুরো সংলাপে উপস্থিত থেকে শেষে বিষয়ভিত্তিক প্রতিক্রিয়া জানান।

ভার্চুয়াল সংলাপে সভাপতিত্ব করেন নিজেরা করি-এর সমন্বয়ক খুশি কবির। সঞ্চালনা করেন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সভাপতির বক্তব্যে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও এএলআরডির চেয়ারপারসন খুশি কবির বলেন, আলোচ্য বিষয়টি বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন যে সংবিধানেও বলা আছে, যারা পিছিয়ে আছে বা যাদের মূলধারায় আনা যাচ্ছে না, তাদের জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রান্তিক মানুষের কথা আমাদের শোনা প্রয়োজন।

আজকের আলোচনা যেন একদিনেই শেষ না হয়ে যায়। অনুষ্ঠানে নীতিনির্ধারকেরাও আছেন, প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তারা সেই ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যত সমস্যা আছে, তার মধ্যে ভূমির সমস্যা অন্যতম। বিশেষ করে অসুবিধাগ্রস্থ পড়া মানুষের জন্য। এ সমস্যার কারণে তাদের অধিকার খর্বিত হয়; উন্নয়ন সম্ভাবনা আটকে যায়। বাংলাদেশে স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপনকালে আমরা এটাকে মেনে নিতে পারি না। মূলত: যে তিন ধরনের মানুষ এসব হয়রানির শিকার বেশি হচ্ছেন তারা হলেন- নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। ভূমির অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য ভূমির অধিকারের সঙ্গে নিরাপত্তার বিষয়টি যুক্ত করে এই তিনটি ক্ষেত্র নিয়ে আজকের আলোচনাটি করা হবে।

মূল প্রবন্ধ

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং সকল নাগরিকের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন ভাষণে এসব কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, বিগত কয়েক দশকেও আমরা জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারিনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিপরীত কাজটি করছি। ফলে দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষেরা যেমন আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, তেমনি দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা তাদের জমি হারাচ্ছে। সংখ্যালঘুদের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন হচ্ছে।

তিনি বলেন, জিডিপিতে কৃষির অবদান বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে কমছে, যদিও গ্রামাঞ্চলের সর্বাধিক শ্রমজীবী মানুষ এখনো কৃষিকাজে নিয়োজিত। সংকটকালে কৃষিই আমাদের রক্ষা করে। এই করোনাকালেও যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। শামসুল হুদা বলেন, কৃষির একটা বড় সংকট হচ্ছে, যারা কৃষিতে শ্রম দেয়, তারা অন্যের হাতের পুতুল। আর যারা শ্রম দেয় না, তারাই জমির মালিক। অনেক সময় অবৈধভাবে এই মালিকানা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে ক্রমাগতভাবে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হচ্ছেন, আর প্রান্তিক কৃষকেরা আরও প্রান্তিক হচ্ছেন। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পৃথিবীতে যত খাদ্য উৎপাদন হয়, তার ৮০ ভাগই করে দরিদ্র মানুষ ও প্রান্তিক কৃষক। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অনেকটা প্রযোজ্য। অথচ এই দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে আছে ২০ ভাগেরও কম জমি। এই বৈষম্য স্বাধীনতার ৫০ বছরেও আমরা কমাতে পারিনি। এ বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কৃষকদের অনেক সাফল্য আছে এবং সেই সাফল্যের পেছনে সরকারের অবদান আছে, কৃষকেরও অবদান আছে। যারা এই কৃষিকাজে শ্রম দেন, তাদের বৃহদাংশ নারী। তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, যে নারীরা তাদের মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে কৃষিতে এই সাফল্য বয়ে আনেন, তাদের জমির ওপর আদতে কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এখনো উল্লেখযোগ্য নয়। আমাদের সংবিধানে নারীর সমঅধিকার নিয়ে বলা হলেও ভোটাধিকারসহ সব জায়গায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়।

১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধু ভূমিহীনদের খাসজমি ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সরকারের আমলে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই অবস্থাই চলছে। শামসুল হুদা বলেন, এ বিষয়ে নীতিমালা থাকলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় না। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে খাসজমি সংক্রান্ত নীতিমালা অনেক বেশি বৈষম্যমূলক। একজন নারী যখন কৃষিতে অবদান রাখেন, তখন তার মাথায় এটা কাজ করে না যে তিনি বিধবা নাকি সধবা, তার সন্তান আছে কি নেই। নারী বিধবা হলে বা তার সন্তান না থাকলে ভূমিতে তার অধিকার থাকে না, যা তার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করছে। কৃষিতে নারীদের যে অবদান, তার স্বীকৃতি না দিলে প্রগতিশীল ধারার বিকাশ সম্ভব হবে না। তাই এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। অর্পিত সম্পত্তির মালিক কখনোই সরকার ছিল না। পাকিস্তান আমলে শত্রু সম্পত্তির নাম করে কীভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে, আমরা তা দেখেছি। শামসুল

হুদা বলেন, স্বাধীনতার পরও সেই শত্রু সম্পত্তি জিইয়ে রাখা হয়েছে অর্পিত সম্পত্তির নামে। তখন বঙ্গবন্ধুকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে তা বাতিল করতে দেওয়া হয়নি, যদিও বঙ্গবন্ধু বিচক্ষণতার কারণে বুঝেছিলেন এতে কী সমস্যা হতে পারে। ১৯৭৪ সালে তিনি তা বাতিলও করেন। কিন্তু ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তা আবার পুনরুজ্জীবিত করা হলো। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা দিয়েছিলেন, তিনি এই আইন বাতিল করবেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাস করেন, যদিও তা বাস্তবায়ন করতে আরও প্রায় ১০ বছর সময় লেগেছে। এর মধ্যে এই আইনের বেশ কয়েকটি সংশোধনীও আনা হয়েছে। বর্তমানে ৬১টি জেলায় অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মামলা নিষ্পত্তিতে ধীর গতি থাকলেও ট্রাইব্যুনালগুলো কাজ করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে যেসব মামলা অর্পিত সম্পত্তি আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হয়েছে, সে সকল সম্পত্তির তিন-চার ভাগও প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। আইনে থাকলেও জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর এখনো নিপীড়ন, বৈষম্য ও নির্যাতন চলছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে মামলা করেছে বলে জানা যায় না।

আদিবাসীদের বিষয়ে বর্তমান সরকারের ইশতেহারে যেসব কথা বলা হয়েছে তার কিছু বাস্তবায়ন হয়েছে, যদিও বেশির ভাগই হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি আইনে যে সংশোধনী আনার কথা ছিল, সরকার তা করেছে। তবে সেটা বাস্তবায়নের জন্য যে বাজেট, লোকবল ও যে উদ্যোগ দরকার, সেটা দেখা যাচ্ছে না। শামসুল হুদা আশা করেন দ্রুতই এসব বাঁধা অপসারিত হবে।

ভূমিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, আমাদের চরাঞ্চলে যে ভূমিহীন কৃষকেরা কাজ করছেন, বিশেষ করে নারী কৃষকদের যে অবদান, তা নিজের চোখে দেখা দরকার। তা দেখলে মনে হবে, এই ভূমিহীনদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত। এসব ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জমি প্রসঙ্গে ভূমিমন্ত্রী বলেন, কৃষি ও অকৃষি জমি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বলা দরকার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিবান্ধব মানুষ। ফলে কৃষির অগ্রগতিতে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে ছাড় দিতে কখনোই দ্বিতীয়বার ভাবেন না। স্বাধীনতার পর অনেক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। তবে তারা দেশের উন্নয়নে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি কৃষিতে তেমন গুরুত্ব না দিলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে। তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে জমি সংকুচিত হয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও ফসল উৎপাদন অনেকাংশে বেড়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করছে এবং তা মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে দিতেও কাজ করেছে। একজন বক্তা এখানে উল্লেখও করেছেন যে এর ফলে আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকেরাও ভালো বীজ পাচ্ছেন। তিন ফসলি জমির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স দেখাচ্ছেন। সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেগুলো দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের নিয়ন্ত্রণে রেখেই উৎপাদন করা হচ্ছে। প্রয়োজনে দুই ফসলি জমির ক্ষেত্রেও একই নিয়মের চিন্তা করা হচ্ছে। আগামী ৫০ বছরের খাদ্য নিরাপত্তার কথা ভেবেই তা করা হচ্ছে। ফলে এখন থেকে যদি কাজগুলো ঠিকভাবে না করা হয়, পরবর্তীকালে হয়তো দেখা যাবে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

কৃষিজমির বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে ভূমিমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এক লাখ ৬৬ হাজার ৬৫২ একর কৃষিজমি কৃষকদের মধ্যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ২০২০ সালে অর্থাৎ করোনার বছর ২ হাজার ৭০০ একর কৃষিজমি ২৫ হাজার ১৯৭ কৃষি পরিবারকে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ পরিমাণ কৃষি খাসজমি উদ্ধার করার আহ্বান জানিয়ে জেলা প্রশাসকদের পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই খাসজমিগুলো যেন দুস্থ পরিবার সঠিকভাবে পায়, তাও সরকার মনিটর করছে। সবকিছু যেন নিয়মের মধ্যে চলে সে জন্য সরকার একটা সিস্টেম দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাহলে হয়তো মানুষের হয়রানিও অনেকাংশে কমবে।

মামলার বেশির ভাগই ভূমিকেন্দ্রিক

অংশগ্রহণকারীরা সকলেই একমত হন যে, এসডিজি বাস্তবায়নে ভূমির অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের দেওয়ানি মোকদ্দমার শতকরা ৮০ ভাগ ভূমিকেন্দ্রিক। শুধু তাই নয়, ফৌজদারি মামলারও শতকরা ৮০ ভাগ এই ভূমির মালিকানা বা অধিকারকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে সংবিধানে কতগুলো মৌলিক অধিকার রয়েছে। ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে জীবনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে অন্তর্নিহিতভাবে আছে জীবিকার অধিকার। এখনো বেশির ভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত এবং কৃষির সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে ভূমির অধিকার আমাদের মৌলিক অধিকার। অ্যাডভোকেট প্রবীর নিয়োগী বলেন, মূল প্রবন্ধে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘু- এই দুই ধরনের সংখ্যালঘুর কথা বলা হয়েছে। তবে তিনি এর সঙ্গে ভাষাগত সংখ্যালঘুর কথা যুক্ত করেন। আমাদের এখানে এখনো কিছু উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী আছে, যারা পাকিস্তানে ফেরত যায়নি। অন্যান্য ভাষাভাষী কিছু জনগোষ্ঠীও আছে। তারা ভাষাগত সংখ্যালঘু। তাদের কথাও ভাবতে হবে।

অর্পিত সম্পত্তি আইন-এর অবিচার এখনো চলছে

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে যাই লেখা থাকুক না কেনো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পাকিস্তান আমলের গণবিরোধী 'শত্রু সম্পত্তি আইন', 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' এর মোড়কে অব্যাহত রেখেই সেই অধিকার নিরঙ্কুশভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাতকে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এ ঘৃণ্য আইনের জাঁতাকলে পড়ে ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এ দেশ থেকে এক লাখ ৯৬ হাজার ২৯৬ জন হিন্দু দেশত্যাগ করেছে। তিনি আরও দেখিয়েছেন, ১৯৯১ সালের পরেও প্রতিদিন ৬২৬ জন করে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ২৬ লাখ একর অর্থাৎ ১০ হাজার ৫২২ বর্গ কিলোমিটার জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের কবলে পড়ে বেদখল হয়ে গেছে বা হিন্দুরা সেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি আইন নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে ২০০১ সালের 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন', ২০১১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ছয় বার ইতিবাচক সংশোধনী সত্ত্বেও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নেই। তার আক্ষেপ, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিষ্পত্তির ধীর গতি এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের নিষ্পত্তি সত্ত্বেও ভুক্তভোগীদের নিজ ভূমি প্রত্যর্পণে অনীহা দেখে মনে হয়, এই সংকট থেকে নিরসন পেতে ভুক্তভোগীদের আরও অর্ধশত বছর অপেক্ষা করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বিচারপতি ওবায়দুর রহমান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের ঐতিহাসিক রায়ে যে ৫টি পর্যবেক্ষণ ও ৯টি নির্দেশনা রয়েছে, তা মানতে বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিচার বিভাগের একাংশ ও প্রশাসনের একাংশের অনীহা ও অবজ্ঞা থেকে নেতিবাচক ইঙ্গিত মিলছে। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছার একদম বিপরীত। তাছাড়া, নিষ্পত্তি হওয়ার পরে সম্পত্তির নামজারির ক্ষেত্রে যেভাবে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেভাবে উৎপীড়ন করছে, তাতে ভুক্তভোগীরা অসহায়। এ প্রসঙ্গে রানা দাশগুপ্ত বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু থাকতে পারে না। ১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর আইয়ুব খান যে শত্রু সম্পত্তি আইন করেছিলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে তার নাম বদলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করা হলো। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ঘোষণা আমাদের সংবিধানের অংশ, সংবিধানেই তা বলা আছে, যা আদতে জনগণের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। সংবিধানেই বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইন সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে যতটুকু অংশ সাংঘর্ষিক, ততটুকু অংশ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা সংক্রান্ত আদেশের বলে তা বজায় থাকে, যদিও ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে তা বাতিল হয়ে যায়।

হাইকোর্টের রায় অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে বাস্তবিকভাবে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান রানা দাশগুপ্ত। তিনি মনে করেন, ১৯৭৫ সালের পর সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার মানদণ্ড অনেকটা এ রকম দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিনিয়ত তাদের ঘরবাড়িতে হামলা অতীতেও হয়েছে, এখনো চলছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াতের আমলে যে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে, তার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশে সাহাবুদ্দিন কমিশন গঠিত হয়। ২০১১ সালে কমিশনের উদ্যোগ সত্ত্বেও সুপারিশ বাস্তবায়ন দূরে থাক, প্রতিবেদনটিও আজ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় গত নির্বাচনের আগে সরকারি দলের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে অনুযায়ী জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন-এসব যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

অর্পিত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার নিয়ে জয়পুরহাটের মাহবুবা সরকার বলেন, 'আমার স্বামী অপূর্ব সরকার ডিসি অফিস থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করে এবং অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে অর্পিত সম্পত্তি রক্ষা করতে পেরেছেন। কিন্তু সবার সেটা করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা থাকে না। মানুষকে এই অহেতুক হয়রানি না করে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান বের করা দরকার।'

সংসদকে তোয়াক্কা করছে না প্রশাসন

দেশে বৈষম্যমূলক আইন আছে। আবার আইন যা হয়, তার সঠিক প্রয়োগও নেই। রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ- আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এখানে আইন বিভাগের যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, নির্বাহী বিভাগের তা হয়নি। শূন্যতা রয়ে গেছে। ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড নিয়ে শূন্যতা আছে, অন্যদিকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন আছে। এই আইনের মাধ্যমে আমাদের আইন বিভাগ বা সংসদের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে তা পরিষ্কার হলেও কার্যকর হচ্ছে না বলে মনে করেন প্রবীর নিয়োগী। সেজন্য বাস্তবায়ন বেশি জরুরি বলে মত দেন এবং মনে করিয়ে দেন, 'অ্যান আউন্স অব অ্যাকশন ইজ গ্রেটার দ্যান আ টন অব থিওরি'। ২০০১ সালে দেশে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হয়। তখন তাতে তেমন কিছু ছিল না। ২০১১ সালে এই আইনে বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়। সেখানে বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। ৯ নম্বর ধারায় বেশ কয়েকবার সংশোধনী আনা হয়েছে। শেষমেশ বলা হলো, এর নাম হবে 'প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা', এখানে অর্পিত শব্দটি বাদ যাবে। প্রবীর নিয়োগী এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রথমেই কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার হতে হবে, নির্বাহী বিভাগ আইন বিভাগের ইচ্ছার দ্বারা চালিত। এমনকি আদালতও নিজের ইচ্ছা নয়, সংসদের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে কেবল সংসদই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। সে জন্য তার ইচ্ছাই চূড়ান্ত।

এ পর্যায়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করেন, সংসদের ইচ্ছা প্রশাসন না মানলে সমাধান কে করবে? জবাবে অ্যাডভোকেট নিয়োগী বলেন, প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির অর্থ হলো সেই সকল সম্পত্তি যা সরকার আর দখলে রাখতে চায় না। তারা পরিস্কার- এই সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র নয়। ৫ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, এ বিষয়ে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত। তাদের রায় বাস্তবায়ন করা প্রশাসনের দায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, জেলা প্রশাসন ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করছে। এটা সংসদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার শামিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার নেতা কাজল দেবনাথ বলেন, আইনে সব আছে-সংশোধনী আর দরকার নেই। মাননীয় মন্ত্রীকে বলতে চাই, মন্ত্রণালয় থেকে একটি মনিটরিং সেল খোলা হোক। জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে প্রতি মাসে বা তিন মাসে একটি প্রতিবেদন নেওয়া হোক-কতগুলো মামলা নিষ্পত্তি হলো, কতগুলো মামলা ট্রাইব্যুনাল থেকে ডিসির কাছে গেল আর ডিসি কতগুলো হস্তান্তর করলেন এবং কেন করলেন। তবে এই প্রতিবেদন কেবল নিলেই চলবে না, জনসমক্ষে তা প্রকাশ করা হলেই কেবল সামনে এগোনো সম্ভব। প্রয়োজনে আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নেওয়া যায়। কাজল দেবনাথের অভিযোগ, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে জেলা প্রশাসক, এসি ল্যান্ড ও তহসিলদাররাই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তারা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন না। এ জন্য মনিটরিং সেল গঠন এবং তা তদারক করা খুব জরুরি।

হিন্দু নারীর অধিকার

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে রানা দাশগুপ্তের বক্তব্য হলো, মুসলিম আইন অনুযায়ী মুসলিম নারীরা যতটুকু অধিকার পায়, হিন্দু আইন অনুযায়ী কিছুই পায় না। হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করেন, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ঐচ্ছিক নয়, বাধ্যতামূলক করা হোক। মুসলিম পারিবারিক আইনের অধ্যাদেশের অনুরূপ, এক স্ত্রী বর্তমান থাকাকালে তার অমতে দ্বিতীয় বিয়ে করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হোক। তৃতীয়ত, সম্পত্তির ক্ষেত্রে হিন্দু বিধবাদের শুধু ভোগ দখলের কথাটি আছে। এ বিষয়ে তার বক্তব্য, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত করে তার উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

ভূমি ও নারী

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ভূমির অধিকার প্রতিটি নারীর আত্মপরিচয়ের অধিকার। সেজন্য নারীদের আবেগের সঙ্গে এই অধিকার গভীরভাবে যুক্ত। তিনি আরও বলেন, নারী আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নারী আন্দোলনের উন্মেষকালে অর্থাৎ আঠারো শতকের দিকে নারীর ভূমির অধিকার ও ভোটাধিকার-এ দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ফলে সেটি নারীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার। দেশের ভূমি আইন অত্যন্ত পুরোনো। ১৯৬৫ সালের পরে ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন আইন হয়নি। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর আইন একবিংশ শতাব্দীতেও একইরকমভাবে কার্যকর কি না, সেই প্রশ্ন রইল মাননীয় মন্ত্রীর কাছে। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত আধুনিক হচ্ছি, আমাদের জীবন-যাপনের ধরন পাল্টাচ্ছে, তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের আইন কেন বদলাবে না? আইন বিশেষজ্ঞদের কাছেও এই প্রশ্ন রইল। তারা যদি সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এসব আইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দিতেন, তাহলে হয়তো এসব আইনও হালনাগাদ হতো। কৃষিতে নারীদের অবদান বাড়লেও স্বীকৃতি নেই। এ বিষয়ে আগেও অনেকে বলেছেন। এই বিষয়টিতে অবশ্যই আমাদের নজর দিতে হবে।

বর্তমান সরকারের আমলে নারী প্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কারণে আজ দেশের নারীরা এগিয়ে এসেছেন। এখন কিন্তু নারীরা পিছিয়ে নেই। সবদিক থেকেই তারা এগিয়ে এসেছে। তবে নারীদের ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা উঠে এসেছে, তা সঠিক। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ইসলাম ধর্মেও আইন অনুযায়ী নারীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে ভূমি অধিকারের কথা বলা হলেও সংখ্যালঘু, বিশেষ করে, হিন্দু ধর্মের আইনে এ বিষয়ে একেবারেই কিছু বলা হয়নি। তবে আশার বিষয় হচ্ছে, ভারতে সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি আইন হয়েছে বা হওয়ার পথে। ফলে আমাদের এখানে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে আছেন, তারা যদি যৌথভাবে কাজ করেন এবং সরকারের কাছে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন, তাহলে অবশ্যই সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে। তবে এককভাবে সরকার কিছুই করতে পারবে না। সেটা অবশ্যই যৌথভাবে করতে হবে।

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার

আমাদের দেশে পাহাড় এবং সমতলের আদিবাসীদের ভূমি বিষয়ক সমস্যার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। পাহাড়ি আদিবাসীদের ভূমির অধিকারসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি হলেও এখনো তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। সে দিকেও নজর দেওয়া দরকার। ফওজিয়া মোসলেম বলেন, নারীদের ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড বা অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রচলনের জন্য আমরা শুরু থেকে আন্দোলন করে আসছি। এটা বাস্তবায়িত হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ১৯৮৯ সালে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করে সরকারের কাছে দেয়া হয়েছে। সকল রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেটি সংসদে

উত্থাপিত হয়নি। এ আইন প্রণয়নের দাবিতে এখনো আন্দোলন চলছে। সেজন্য ফওজিয়া মোসলেম-এর প্রস্তাব হলো, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ভূমির অধিকার নিয়ে যেহেতু কাজ শুরু করেছে, সেহেতু এমনও হতে পারে, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড নিয়ে পেপারভিত্তিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনা হতে পারে। সেটা আরও হালনাগাদ করা যায়। সবাই মিলে কাজ করলে জনমত তৈরি সহজ হবে। এই আইনের মূলে যে কথাটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হলো, নারী-পুরুষের সমমর্যাদা এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সবাইকে প্রথম শ্রেণির অধিকার দিতে হবে। যে সমস্ত দত্তক নেওয়া পুত্র বা কন্যা আছে, তাদেরও সমান অধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক বিষয় যুক্ত করতে হবে। ভূমি মন্ত্রীর কাছে তার অনুরোধ, সংসদে যেন এই আইনটা উত্থাপন করা হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে ভূমিতে সকল ধর্মের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন।

এসডিজির মূল স্পৃহা হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। কেউ পেছনে থাকলে তাকে সামনে এগিয়ে নিতে বাকিদের সহায়তা করতে হবে। যারা পিছিয়ে আছেন, তাদের এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে যেসব পরিকল্পনা নেওয়ার কথা ছিল, তার অনেক কিছুই এখনো হয়নি। সচেতন নাগরিকদের উচিত, এটি বারবার মনে করিয়ে দেওয়া। বলা হয়েছে, প্রান্তিক, আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের নিয়ে এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। চাকমা রানী ইয়েন ইয়েন বলেন, এসডিজি বাস্তবায়নে যে ১৭টি অভীষ্টের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট দুটি লক্ষ্যমাত্রা আছে। সেখানে আদিবাসীদের ভূমির অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, আজও আদিবাসীদের ভূমির অধিকার আদায় হয়নি, বরং প্রতিনিয়ত তারা ভূমি হারানোর ভয়ে থাকে। ভূমির অধিকার নিয়ে সমতল, পাহাড় ও পার্বত্য অঞ্চলে যেসব আইন আছে, প্রতিনিয়ত সেগুলো লঙ্ঘন করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় ভূমিদস্যুরা সমতলে তৎপর, অন্যদিকে নিরাপত্তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে অস্থায়ী সেনা ও বিজিবি শিবির স্থাপিত হচ্ছে। সমতলে এসব বিষয় নিয়ে যারা কথা বলেন, যারা আওয়াজ তোলেন, যারা নিজের ভূমি রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করেন, তাদের নামে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একাধিক মামলা আছে। এ দেশের বাস্তবতায় একবার মামলা হলে তা বছরের পর বছর চলতে থাকে। ফলে সমতলের আদিবাসীদের অনেকেই মামলার ভয়ে ভারতে চলে গেছেন আর পাহাড়ের আদিবাসীদের অনেকেই মিয়ানমার চলে গেছেন। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই এখন আদিবাসীদের খাসজমি লিজ নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। এসব ঘটনার বিচার না হলে এসডিজি বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, সরকারের যে উন্নয়ন নীতিমালা আছে, তাও বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করা হয়েছিল, ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, এখনো সে কমিশন কাজ করতে পারছে না কারণ তাদের যে বাজেট দরকার, যে মানব সম্পদ দরকার, তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। তিনি আশা করেন, আগামী অর্থবছরের বাজেটে তার প্রতিফলন ঘটবে।

ভূমির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে। আদিবাসীদের মধ্যে যাদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নেই, তাদের ভূমির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আইন নেই। এ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা সোচ্চার বলে জানান চাকমা রানি ইয়েন ইয়েন। তার বক্তব্য, আদিবাসী নারীরা ভূমির অধিকার অর্থাৎ পৈতৃক সম্পত্তির (এই শব্দটি ব্যবহার করতে হচ্ছে যেহেতু সমাজ ব্যবস্থা এখনো পিতৃতান্ত্রিক) অধিকার যেন পায়। তবে এ জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দরকার বলে তিনি মনে করেন। দেশের যে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো শক্তিশালী করার জন্যও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

সংকটে আত্মপরিচয়

এ পর্যায়ে গোবিন্দগঞ্জ থেকে সমতলের আদিবাসী প্রতিনিধি প্রিসিলা মুরমু বলেন, 'আমরা আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলছি'। আমরা নিজেদের আদিবাসী সাঁওতাল পরিচয় দিতে চাইলেও বলা হচ্ছে, আমরা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু। কিন্তু আমরা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত হতে চাই। আদিবাসী হিসেবে ভূমির অধিকার চাই। তিনি আরও বলেন, এখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে জমি অধিগ্রহণের নামে আদতে রিকুইজিশন করা হয়েছে। অথচ এই জমি তাদের পূর্বপুরুষের। এতে তাদের দাবি আছে। নিয়ম হলো, এটা যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলে পূর্বতন মালিকদের ফেরত দিতে হবে। ২০০৪ সালে রংপুর চিনিকল লে-অফ

হলে চিনিকল কর্তৃপক্ষ আখ চাষ বন্ধ করে দেয় এবং এ জমি স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছে লিজ প্রদান শুরু করে। তখন সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের কাছে লিজ প্রদানের দাবি করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানেননি। ২০১৩ সালে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এ জমিতে অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এ জমি তাদের ফেরত দিতে আন্দোলন শুরু করে এবং সংশ্লিষ্ট জমিতে চাষবাস শুরু করে। তারা জেলা প্রশাসকের বরাবরে তাদের দাবি তুলে ধরে স্বারকলিপি দেয় এবং ডিসি সাঁওতালদের জমি লিজ দেওয়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে। কিন্তু, ২০১৬ সালে বিনা নোটিশে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তার অভিযোগ, পুলিশ, এমপি ও চেয়ারম্যানের সামনেই গুলি চালিয়ে এবং ঘরে আগুন জ্বালিয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। সাঁওতালদের পক্ষ থেকে ৩৩ জনের নামে মামলা করা হলেও চার্জশিটে তাদের নাম আসেনি। মূল আসামি ১১ জনকে বাদ দিয়ে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বিচারের তেমন কোনো অগ্রগতিও দেখা যাচ্ছে না। আদিবাসী বলেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না-এই অভিযোগ করে তিনি দাবি করেন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রিসিলা মুরমু আরও বলেন, নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনকে ডাকা হলেও সহযোগিতা মেলে না। তাদের একেকজনের নামে নয়/দশটি মামলা, সেগুলোর সুরাহা হচ্ছে না। ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নারীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীদের মধ্যেও নারী-পুরুষ সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে বলে মত দেন তিনি। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে সমতলের আদিবাসীদের বসবাস। নাটোর থেকে নরেশ চন্দ্র ওরাওঁ বলেন, ‘আমরা রাজশাহী ও রংপুর জেলার আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করছি। ১৬টি জেলায় আদিবাসীদের বসবাস।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভূমি আইনের ৯৭ ধারার নিয়ন্ত্রণ জেলা প্রশাসকের হাতে। মন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, এই ধারাটা যাতে চূড়ান্তভাবে ‘বাস্তবায়িত হয়। এতে আদিবাসীরা অনেক হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে।

খাসজমির আন্দোলন

পাবনার খাসজমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামী নারী সোনাভান বলেন, পাবনা জেলার হরিপুর ইউনিয়নের বিলকুড়ালিয়া বিলের ১ হাজার ৪৬০ বিঘা জমি ছিল জোতদারদের দখলে। ১৯৯২ সাল থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করে এখন তা ভূমিহীনদের দখলে এসেছে। এটা নিয়ে অনেক মারামারি হয়েছে। নারী-পুরুষ সবাই অংশগ্রহণ করেছে, মামলা হয়েছে। বর্তমানে বিলকুড়ালিয়া ভূমিহীনদের দখলে আছে। ২০১৪ সাল থেকে বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ২০১৭ সালে স্থায়ী বন্দোবস্তের দলিল পাওয়া গেছে। নারী-পুরুষ সবাই জমি পেয়েছি। ভূমিহীন কৃষকেরা এখন সেখানে আবাদ করছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আগে অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, ঠিকমতো খেতে পারতাম না, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারতাম না। এখন আমরা সবাই খুব ভালো আছি। বছরে আবাদ করে যে ধান পাই, তা দিয়ে নয় মাস ভালোভাবে কেটে যায়। এখন আমাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়াশোনা করছে।’

ফরিদপুরের নাসিমা বেগমও একই গল্প শোনান। বলেন, ‘আমি দরিদ্র কৃষক। আগে অন্যের জমিতে কাজ করতাম, যা পেতাম তা দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চলত না। তখন নিজেই মাঠে গিয়ে কাজ করব বলে ঠিক করলাম। আমরা কয়েকজন মিলে মুষ্ঠিচাল দিয়ে একটা সমিতি করলাম। এর মধ্যে আমরা নিজেরা কিছু পুঁজি সংগ্রহ করি। স্থানীয় এনজিও বিএফএফ অফিসের পক্ষ থেকে আমাদের বিনা সুদে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেয়। ওই টাকা দিয়ে আমরা যৌথভাবে জমি রেখেছি। সেই জমিতে চাষাবাদ করে লাভবান হয়েছি। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ধান ও পাটের বীজসহ বেশ কিছু সহায়তা পাই। ফলে আমরা সবাই এখন ভালো আছি।’ তিনি আরও জানান, কাজ করতে গিয়ে প্রথমদিকে পরিবার ও সমাজ সম্মান দেয়নি। কিন্তু পরে যখন তারা লাভের মুখ দেখেন বা অনেকে তাদের সঙ্গে যুক্ত হন, তখন তাদের সম্মানও বাড়তে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে আরও কিছু সহায়তা, যেমন বিনা সুদে কৃষিঋণ এবং অনুকূল বাজার সুবিধা মিললে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

দুর্বলদের অধিকার

আমরা সবাই প্রথমে মানুষ, তারপরও আমাদের ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। জাতিসংঘ ১৯৯২ সালে সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি ঘোষণা দিয়েছে। এর প্রথম নয়টি ধারার মধ্যে দুটি ধারায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব, পরিচয় ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এটি করার জন্য আইন ও নীতিসহ যা যা দরকার, রাষ্ট্র সব ব্যবস্থা করবে। ভারতে মাইনরিটি কমিশন হয়েছে ১৯৯২ সালে। বাংলাদেশে যারা সংখ্যাগুরু, ভারতের আসামে, গুজরাটে অথবা কাশ্মীরে তারাই আবার সংখ্যালঘু। এই চিন্তাটা মাথায় থাকলে সবার জন্য মঙ্গল, বিশেষ করে নীতি প্রণেতাদের। আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং বলেন, একটি রাষ্ট্র, একটি দেশ বা একটি সমাজ কতখানি সভ্য, উন্নত, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক; তার মানদণ্ড হচ্ছে সেই সমাজের সংখ্যালঘু মানুষেরা কেমন আছেন। ভূমিমন্ত্রীর প্রতি সঞ্জীব দ্রংয়ের অনুরোধ, ভূমি ও বন মন্ত্রণালয় থেকে যেন যৌথভাবে একটা চিঠি দেওয়া হয়, ভূমি কমিশন না হওয়া পর্যন্ত আদিবাসীরা যারা প্রথাগত ভূমিতে বসবাস করছে, তাদের যেন কোনো ধরনের হয়রানি করা না হয়।

সাংবাদিক শাহনাজ পারভিন বলেন, দেশের প্রান্তিক নারীরা কিন্তু দুর্বল নয়। তারা যথেষ্ট স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল। তারা সুযোগ পাচ্ছে না বলে জায়গামতো অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। অন্যদিকে কয়েকজন নারী যে অধিকার বঞ্চনার কথা বললেন, যে হয়রানির কথা বললেন, তা মূলত প্রশাসনের ব্যর্থতা। আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা, অর্থাৎ সরকারের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে তাদের এই দুঃখের গল্প বলতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকা উচিত। মনিটরিং ছাড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। দেশে অনেক কিছুই হচ্ছে, কিন্তু ঠিক কী হচ্ছে, তার খবর যেন মানুষ পায়, সেই ব্যবস্থা করা উচিত। সে জন্য মনিটরিং শুধু মন্ত্রণালয় থেকে করলে চলবে না, একদম মাঠ প্রশাসনে ইউএনও কার্যালয় পর্যন্ত তার বিস্তার থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেন অর্ক চৌধুরী। নাগরিক যেন তথ্য পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হলে স্থানীয় পর্যায়ে পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি দাঁড়িয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কারা সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করবে, সেটা ঠিক করতে হবে বলে তার মত।

ভূমি রেকর্ড

ভূমির রেকর্ড থেকে দেশের নারীরা বঞ্চিত হন। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে পরিবারের কর্তা মারা গেলে নামজারির সময় পরিবারের মা-বোনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ওয়ারিশ সার্টিফিকেট ভাইদের নামে নেওয়া হলেও মা-বোনেদের নামে সাধারণত নেওয়া হয় না। এটা এক ধরনের সামাজিক প্রবণতা। তসলিমুল ইসলাম বলেন, আইনেও বলা হয়েছে, জমির নামজারিতে নাম ওঠানোর জন্য জমি যে বোনেদের দখলে থাকতে হবে, তা নয়। দখল আনুমানিক থাকলেই চলবে—আইনের পরিভাষায়। প্রধানমন্ত্রীরও কঠোর নির্দেশনা আছে, কোনোভাবেই যেন নারীদের নাম বাদ না পড়ে। ভূমি কার্যালয় তা অনুসরণ করছে। সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে 'খ' তফসিলভুক্ত জমির গেজেট না হওয়া পর্যন্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় বলে জানান তিনি। গেজেট হলে ডিসি বা এসিল্যান্ড কার্যালয়ে গিয়ে আবেদন করতে হয়। গেজেট হওয়ার আগ পর্যন্ত ভূমি রেকর্ড কার্যালয়ে কাগজপত্র পেশ করা হলে বিশেষ ক্ষমতাবলে তারা এটা সংশোধন করতে পারেন। গেজেট হয়ে যাওয়ার পর ডিসি বা এসি ল্যান্ড কার্যালয়ে যেতে হয়।

সার সংক্ষেপ

মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের আগে আলোচনার সার সংক্ষেপ করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সব নাগরিক সমান। এরপর এসডিজির আলোকে বলা হয়েছে, শুধু সমান হলে চলবে না, কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। বিশেষ করে যারা দুর্বল, তাদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। নারী, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার সঙ্গে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের যুক্ত করা যায় কি না, সে প্রশ্ন তোলেন। তিনি আরও বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে ২০১১ সালের পর থেকে সরকার বেশ কিছু সংশোধনী এনেছে, যদিও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তার গতি অনেক কম। এসব পদক্ষেপ আবার বাস্তবতার সঙ্গে মিলছে না। দ্বিতীয়ত, আইনি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের বড় একটি অংশ আদালতে আছে। সেখানেও ধীর গতি

আছে। বিচারকের ঘাটতি আছে। বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। তৃতীয়ত, আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রশাসন। আইন প্রণেতারা যে উদ্দেশ্যে আইন করেছেন, প্রশাসন ঠিক সেভাবে তা বাস্তবায়ন করছে না, এমন অভিযোগ আছে। চতুর্থত, স্থানীয় কায়েমি স্বার্থ অনেক ক্ষেত্রে আইনের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে অধিকারবঞ্চিত করছে- পরিবার, স্থানীয় সমাজ, সম্প্রদায়-সবখানেই এটা ঘটছে। তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের কথা বলেছেন কেউ কেউ। পঞ্চমত, দেশে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠছে কি না অর্থাৎ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও নারীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাব গড়ে উঠছে কি না, তাও নজরে আনতে হবে।

সংবিধান ও এসডিজির পরিপ্রেক্ষিতে আইনি সুরক্ষা, আদালতের কার্যকারিতা, প্রশাসনিক সদিচ্ছা, স্থানীয় কায়েমি স্বার্থ নিষ্ক্রিয় করা-এসব বিষয়ে ঐকমত্য আজকের আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে দুর্বলদের অধিকার নিশ্চিত করার মানসিকতা থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, কৃষিতে নারীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্যোগী ভূমিকা রাখছেন। বর্তমানে তা আরও বেড়েছে, কেননা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই এখন নারী। তারা অবদান রাখছেন বলেই অর্থনীতি আজ এই পর্যায়ে এসেছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট ভালো করেছে। এর মধ্যেও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। ভূমি অধিকার নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। ভূমি এমন একটা বিষয়, যাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ভূমি হস্তান্তরের বিষয় নিয়েও কথা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বিষয়ে বলা হয়েছে, তারা অবশ্যই ভূমি হস্তান্তর বা বিক্রি করতে পারবেন। তবে ডিসির অনুমতি প্রয়োজন, যদি তিনি আদিবাসী না হোন। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে ভূমিমন্ত্রী বলেন, তাদের জন্য ভূমি কমিশন করা হয়েছে। তবে তাদের দিক থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। উভয় পক্ষ এগিয়ে না আসলে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। এটি দেশেরই বিষয়। ফলে আন্তরিক সদিচ্ছা না থাকলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না।

ভূমি জরিপ নিয়েও এখানে কথা হয়েছে। দেশে ভূমি নিয়ে যেসব সমস্যা হচ্ছে, তার বেশির ভাগই জরিপ কেন্দ্রিক। সরকার এখন সঠিক উপায়ে অনলাইনে কাজ করতে চাচ্ছে। আগেও অনেক জায়গায় ভূমি জরিপ হয়েছে। সেগুলো তো আছেই, সরকার এখন নতুনভাবে ভূমি জরিপ করছে। এর মধ্যে বরগুনা ও পটুয়াখালীতে দু'টি পাইলট প্রকল্প হচ্ছে। সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ শুরু করা হবে। নাম দেওয়া হয়েছে পিজিএস। এটিই হবে আমাদের নতুন মানদণ্ড। এটিকে আদর্শ হিসেবে ধরে সব জায়গায় কাজ করা হবে। আশা করি এর ফলে আমাদের ভূমি নিয়ে যে বিরাট সংখ্যক মামলা-মোকদ্দমা আছে, তা অনেকাংশেই কমে আসবে।

বর্তমান সরকারের আমলে আমরা কাউকে সংখ্যালঘু হিসেবে বিবেচনা করি না। আমরা মনে করি, আমরা সবাই এ দেশের নাগরিক। আমার মনে হয়, তাদের নিজেদের মনেই সব সময় একটা সংশয় থাকে। ফলে কিছু একটা হলেই তারা মনে করেন, আমরা সংখ্যালঘু বলেই হয়তো এমনটা হয়েছে। তবে বিষয়টি এমন নয়। হিসাব করলে দেখা যাবে, সংখ্যালঘুদের চেয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ বেশি। অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। 'খ' তফসিল কিন্তু পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হয়েছে। এখন 'খ' তফসিল বলতে কিছু নেই। এবং আমাদের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে, 'ক' তফসিল যেভাবে আছে, নিয়মে যা আছে, সেভাবেই নিষ্পত্তি করা হবে। ডিসিদেরও এটি বাস্তবায়নে নির্দেশনা দেওয়া আছে। অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে কয়েক দফা কাজ হয়েছে। মোটামুটি চূড়ান্ত জায়গায় চলে এসেছি আমরা। আরও কিছু সংশোধনী আসছে। ভূমিমন্ত্রী বলেন, 'আমার মেয়াদের মধ্যেই অর্পিত সম্পত্তির কাজ পুরোপুরি সমাধান করতে চাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীও এ ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। তিনিও চান, এর একটা সুরাহা হোক।' ভূমিমন্ত্রী সবাইকে আশ্বস্ত করেন, কিছুটা দেরি হলেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এটি সুরাহা করা যাবে। আর একটি বিষয় হচ্ছে, ছোটখাটো কিছু মামলা হয়। সেগুলো আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি। ট্রাইব্যুনালগুলোই এগুলো নিষ্পত্তি করে দিতে পারবে। চলতি অর্থ বছর থেকে 'এলডি ট্যাক্স সিস্টেম' চালু হয়ে যাবে। ই-মিউটেশন সহ সব

বিষয় এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইনে সমাধানের চেষ্টা করছি। ভূমি দখল স্বত্ব আইন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, শুধু ডিজিটাইজেশন করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট আইনেরও সংস্কার করতে হবে। তার সঙ্গে আমাদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্তন করতে হবে। তা না হলে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। ভূমি দখল স্বত্ব আইনেও তিনি কিছু সংশোধন আনতে চাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন ভূমিমন্ত্রী। ভূমি অপরাধ আইন নিয়েও কাজ হচ্ছে। এই আইনে বলা হয়েছে, যদি ভূমি কারও দখলে থাকে, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকে, তাহলে তিনি এর মালিক হতে পারবেন না। এটি কিছুতেই হতে পারে না। সংস্কারের চেষ্টা হচ্ছে। সেটি হলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজেই করা যাবে।

মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, ৬০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষকে আমরা ঘর করে দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর একটাই কথা, কেউ গৃহহীন থাকতে পারবে না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ হচ্ছে বলে জানান ভূমিমন্ত্রী। এসডিজির অভীষ্ট বাস্তবায়নেও সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা আছে, এই সময়ের মধ্যে আমি এমন কিছু ভালো কাজ করে যেতে চাই, যাতে মানুষ আমাকে মনে রাখে।' তবে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়তো সব মানুষের সব প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয়। আজকের আলোচনায় যেসব বিষয় উঠে এসেছে এবং যেগুলোর কথা বললাম, তারপরও যদি কোনোটা বাদ পড়ে যায়, তাহলে সেগুলো যেন সচিবদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সমাপনী বক্তব্য

এ পর্যায়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ভূমিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আপনি যে উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার কথা বললেন, প্রত্যেক মন্ত্রীর মুখ থেকেই আমরা এ কথা শুনতে চাই। সিস্টেম (সরকারের নীতি কাঠামোর সঠিক প্রয়োগ) অনুযায়ী যদি সবাই কাজ করে, তাহলে কিন্তু সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্থ মানুষ। কেননা সিস্টেমই তখন তার পক্ষে কাজ করে। আইনের শাসন সবচেয়ে বেশি দরকার হয় সমাজের দুর্বলতম মানুষের জন্য। ফলে সিস্টেম ঠিক করতে পারলে ৮০ শতাংশ সমস্যার সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে। তার প্রত্যাশা, এটি যেন প্রশাসনের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তারা যেন তা ধারণ করেন। মন্ত্রী হিসেবে তাকে এটা নজরদারি করতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আজকের আলোচনার সারমর্ম কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভূমিমন্ত্রী অনেক বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন, সে জন্য সবাই উৎসাহিতবোধ করছে।

খুশী কবির বলেন যে ভূমিমন্ত্রী অনেক পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না এবং যাদের জন্য এসব পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন তারা উপকৃত হচ্ছে কি না, এই বিষয়গুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় না থাকলে সব সময় একটা দূরত্ব থাকবে এবং প্রকৃত ভুক্তভোগীরা সুবিধা পাবেন না। দু'টি বিষয় আমরা দেখলাম আজ, কেন্দ্র থেকে সিস্টেম ঠিক থাকলে এবং নিজেরা সংগঠিত হতে পারলে মানুষ নিজেদের অবস্থা বদলে ফেলতে পারেন। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের বিকল্প নেই। কিন্তু কেন্দ্র থেকে সিস্টেম ঠিক না থাকলে মানুষ নিজেরা সংগঠিত হলেও অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, যেটা আমরা গোবিন্দগঞ্জে দেখলাম। ভূমিমন্ত্রী যে পরিবর্তন আনতে চান এবং সরকারও যে ইতিবাচক কাজ করছে তা বাস্তবায়নে যদি আরেকটু বেশি নজর দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো ফলপ্রসূ হবে। সেজন্য আমরা নাগরিক সমাজ মাঝেমধ্যে ভূমিমন্ত্রীর সঙ্গে বসতে চাই-বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে 'খ' তফসিল বাতিলের বিষয়ে যা বলা হলো, ওখানে তো আসলে 'খ' তফসিল বলতে কিছু নেই। অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে 'খ' তফসিল একেবারেই আসবে না। এখানে 'ক' তফসিলই আসবে। খুশী কবির

বলেন, বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ 'খ'তফসিল নিয়ে আসেন। কিন্তু এখন 'খ' তফসিল বলে তো আইনে কিছু নেই। অর্থাৎ সংখ্যাগতভাবে যারা দুর্বল, তাদের কীভাবে আরও হয়রানি করা যায়, এটি প্রকৃত পক্ষে মনোভাবের বিষয় এবং তা অবশ্যই পরিবর্তন করা দরকার। কেননা এটি কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা আদর্শের জায়গায় ফিরে গিয়ে নারীদের সম্মান দিতে চাই। আদিবাসীদের সম্মান দিতে চাই। ধর্মীয়ভাবে যারা সংখ্যালঘু, আমরা তাদেরও সম্মান দিতে চাই। ভাষাগতভাবেও যদি সংখ্যালঘু থাকে, তাদের সম্মান দিতে চাই। দেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার। ভূমি, মানুষের নাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত-অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র এবং মননে পরিবর্তন আনতে হবে।

বাংলাদেশের নারীরা অনেক এগিয়ে গেছেন, এটা ঠিক। তবে নারী-পুরুষ সমানতালে এগিয়ে যাবে সেটাই সবার কাম্য। নারীরাও এ দেশের নাগরিক। তাদের সমান সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে। আদিবাসীরাও এ দেশের নাগরিক। তাদেরও সম্মান পাওয়ার অধিকার আছে। তবে সবার ক্ষেত্র আলাদা। সেগুলো এক করে ফেললে হবে না। বৈচিত্র্য না থাকলে সমাজ বা দেশের সমৃদ্ধি আসে না। ফলে দেশকে আরও বেশি সমৃদ্ধিশালী করতে সব ধরনের বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে-সম্মান করতে হবে। শেষ কথা হলো, বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হবে।

সুপারিশমালা

অংশগ্রহণকারী সকলের আলোচনা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু সুপারিশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

নারী

- অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রণয়নে সরকারকে মুক্ত আলোচনা ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- কৃষিতে নারীদের যে মূল্যবান অবদান, তার যথাযথ আইনি স্বীকৃতি দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত নিয়মিত সংগ্রহ করতে হবে।
- নারী কৃষকদের জন্য বিনা সুদে কৃষিঋণ, বীজ ও কৃষি উপকরণ সহায়তা এবং অনুকূল বাজার সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

- ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জান-মালের নিরাপত্তায় জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি মনিটরিং সেল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকার নিশ্চিত করে তার উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে জোরদার করতে হবে।

আদিবাসী

- রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০-এর ৯৭ ধারার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। এতে আদিবাসীরা অনেক হয়রানি থেকে রক্ষা পাবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জন্য গঠিত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ ও লোকবল নিয়োগে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে।

- আদিবাসীদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।
- সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করে তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে।

অন্যান্য

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমি অধিকার তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে চিন্তায়, মানসিকতায় এবং আচরণে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।
- প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রশাসনিক সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- দূর্বল ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

Platform Briefing Notes

Briefing Note 01	:	**Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors' in COVID-19 Response Activities.** (June 2020)
Briefing Note 02	:	**Post- 'General Holidays' Health Risks.** (June 2020)
Briefing Note 03	:	**New Challenges for SDGs and Budget 2020-21.** (October 2020)
Briefing Note 04	:	**Experiences from the Current Situation at the Grassroots Level.** (October 2020)
Briefing Note 05	:	**Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives.** (October 2020)
Briefing Note 06	:	**Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ৬	:	**ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রণোদনা প্যাকেজের কার্যকারিতা** (জুন ২০২১)
Briefing Note 07	:	**Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementation.** (March 2021)
ব্রিফিং নোট ০৮	:	**কোভিড ১০ টিকা: বাংলাদেশে কে, কখন, কীভাবে পাবে?** (জানুয়ারি ২০২১)
Briefing Note 09	:	**Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses?** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ১০	:	**সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স প্রবাহ: এত টাকা আসছে কোথা থেকে?** (এপ্রিল ২০২১)
Briefing Note 10	:	**Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?** (February 2021)
ব্রিফিং নোট ১১	:	**কালো টাকা সাদা হচ্ছে: অর্থনীতির লাভ, না ক্ষতি?** (মে ২০২১)
ব্রিফিং নোট ১২	:	**অবশেষে স্কুল খুলছে: আমরা কতখানি প্রস্তুত** (এপ্রিল ২০২১)
ব্রিফিং নোট ১৩	:	**জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কী থাকছে?** (মে ২০২১)
ব্রিফিং নোট ১৪	:	**এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা: স্থানীয় প্রেক্ষিত ও যুব সমাজ** (জুন ২০২১)
Briefing Note 15	:	**Youth, SDG Accountability & The Voluntary Local Review: Situating Bangladesh's Experience within the Global Context** (June 2021)
ব্রিফিং নোট ১৬	:	**চালের দাম বাড়ছে কেন? কার লাভ, কার ক্ষতি** (আগস্ট ২০২১)

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

সভাপতি

খুশী কবির
সমন্বয়ক
নিজেরা করি

প্রধান অতিথি

জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্মানিত অতিথি

জনাব মোঃ তসলীমুল ইসলাম, এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিঃ সচিব)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সঞ্চালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

প্রারম্ভিক উপস্থাপনা

জনাব শামসুল হুদা
নির্বাহী পরিচালক
অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)

সূচনা বক্তব্য

আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ
সমন্বয়ক
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

আলোচকবৃন্দ

অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ডা. ফওজিয়া মোসলেম
সভাপতি
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

অ্যাডভোকেট প্রবীর নিয়োগী
সিনিয়র আইনজীবী
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

রানী ইয়েন ইয়েন
চাকমা রানী এবং
মানবাধিকার কর্মী

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন: প্রতীক বর্ধন, সানজিদা খান রিপা, অন্বেষা জাফরিন এবং আনিকাহ ইবতিসাম
সিরিজ সম্পাদনায়: অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক: অভ্র ভট্টাচার্য

আয়োজক

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সহ-আয়োজক

ALRD
Association for Land Reform and Development

www.bdplatform4sdgs.net   BDPlatform4SDGs   BDPlatform4SDGs

অক্টোবর ২০২১

সচিবালয়: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০ । ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net । ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net